যুগান্তর

তারিখ ...21 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৫...

শিক্ষার্থী সংকট কাটাতে পাস নম্বর কমানোর আবেদন বিপিএমসিএ'র

রাশেদ রাব্বি

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী সংকট কাটাতে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তির জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে পাস নম্বর কমানোর আবেদন করেছে বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ)। চলতি মাসের ৫ তারিখে বিপিএমসির সভাপতি ডা. মো. নোয়াজ্জেম হোসেন এ আবেদন করেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী বরাবর পাঠানো ওই আবেদনে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সের জন্য ১২০ এবং বিডিএস কোর্সের জন্য সর্বোচ্চ ১১০ নম্বর নির্ধারণ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে চালু হওয়া লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪০ নম্বর পাওয়ার বিষয়টি বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। আবেদনে বলা হয়, ভর্তির নিয়ম কঠিন করায় ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে প্রায় ৫০ ভাগ আসন শূন্য রয়েছে। এ কারণে শত শত কোটি টাকার ব্যাংক লোনে প্রতিষ্ঠিত এসব মেডিকেল কলেজ বন্ধের হিমশিম খাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। অন্যদিকে কঠিন শর্তে দেশে মেডিকেল শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে আবেদন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

আবেদন : নম্বর কমানোর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছে। ফলে দেশের বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত স্বাস্থ্য অধিদফতরের পূর্ব ঘোষণা অনুসারে বিগত বছরের মতো চলতি বছরে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ শুরু হয়েছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। মেডিকেলে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে গতবছরের মতো এবারও মেডিকেল ভর্তিচ্ছুদের বাধ্যতামূলকভাবে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৪০ নম্বর পেতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বিপিএমসিএর অর্থ সম্পাদক ইফরাম হোসেন বিজু যুগান্তরকে বলেন, ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর শুধুমাত্র মেধা যাচাইয়ের একমাত্র পদ্ধতি হতে পারে না। বর্তমান সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ ভর্তি নীতিমালা অনুসারে একজন শিক্ষার্থী এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৮ (৮০ নম্বর) এবং ভর্তি পরীক্ষায় শুধুমাত্র ৪০ নম্বরসহ মোট ১২০ নম্বর পেলেই বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু যে শিক্ষার্থী এইচএসসি ও এইচএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-১০ পেয়েছেন তারা কোনো কারণে ভর্তি পরীক্ষায় ৩৯ নম্বর পেলেও মেডিকেল ভর্তির সুযোগ পান না।

তিনি বলেন, সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণে গতবছর বহু বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের আসন শূন্য ছিল। চলতি বছরও একই নিয়মে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল বন্ধ হয়ে যাবে।

বিপিএমসি সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার আসন শূন্য রয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ২০ থেকে বাড়িয়ে ৪০ করায় শিক্ষার্থী সংকটে পড়ে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো। গত বছর পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়ার আশায় পাস নম্বর কমাতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় দেন-দরবার করেও কোনো ফল পায়নি তারা।

সূত্র জানায়, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ৫০ শতাংশ আসন শূন্য রয়েছে। একইভাবে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ডেন্টাল কলেজে গড়ে ৭৫ শতাংশ আসন খালি ছিল। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে যা ৯০ শতাংশে দাঁড়ায়। অ্যাসোসিয়েশনের ভাষ্যমতে, ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে অর্ধেক বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ছাত্রছাত্রী পায়নি। আর ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ১৮টি ডেন্টাল কলেজের মধ্যে দু-একটি ছাড়া বাকি সবগুলোই ছিল শিক্ষার্থী শূন্য।

মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে হঠাৎ করে মেডিকেলে ভর্তির পাস নম্বর ২০ থেকে ৪০ করায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পায়নি। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১৫শ' শিক্ষার্থী বিএমডিসির অনুমতি নিয়ে চীনসহ বিভিন্ন দেশের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়।

সূত্র জানায়, ভর্তি কমিটি সংশ্লিষ্টদের প্রভাবিত করে দেশের মেডিকেল ভর্তি কার্যক্রমকে কঠোর করে তুলেছে বিদেশী মেডিকেল কলেজগুলোর এজেন্টদের একটি চক্র। আর এ সুযোগে দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বিদেশে পাচার করে হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল পরিমাণ টাকা। এধারা অব্যহত থাকলে বেশিরভাগ মেডিকেল ভর্তিচ্ছু বিদেশে পাড়ি জমাবে।

এক্ষেত্রে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা কমানোর কোনো চিন্তা আছে কিনা জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল হান্নান যুগান্তরকে বলেন, এটা মন্ত্রণালয়ের বিষয়। তাছাড়া এর সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিএমডিসি জড়িত রয়েছে। ভর্তির যোগ্যতা নমনীয় করা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত তারাই নেবেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজের প্রোভিসি ও বিএমডিসির নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মান নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এ ধরনের সিদ্ধান্তে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে মেডিকেলে ভর্তির যোগ্যতা কিছুটা নমনীয় করা উচিত।